তারিখ 04 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বিয়ানীবাজারে রাজাকারের নামে স্কুলকক্ষ

■ আহমেদ ফয়সাল, *বিয়ানীবাজার (সিলেট)*

বিয়ানীবাজারে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কক্ষের নামকরণ হয়েছে রাজাকারের নামে! মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ওই ব্যক্তি এ অঞ্চলের শান্তিবাহিনীর প্রধান ছিলেন।

দেশে যখন যুদ্ধাপরাধীর বিচারকাজ চলছে, সে সময় একজন যুদ্ধাপরাধীর নামে স্কুল কক্ষের নামকরণের বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ায় উপজেলাজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দাবি উঠেছে, নামকরণের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার।

২০০৯ সালের শেষের দিকে বিয়ানীবাজার পৌরসভার নবাং সুতারকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষের নামকরণ হয়। সেই সময় ওই বিদ্যালয়ের উপকরণ কক্ষের নামকরণ হয় রাজাকার বচন হাজির নামে। ফলে দুই বীরশ্রেষ্ঠ ও মনীষীদের নামের সঙ্গে রাজাকার বচন হাজির নামও জ্বলজ্বল করছে এ বিদ্যালয়ে। বৃহস্পতিবার নবাং সুতারকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল (পঞ্চম শ্রেণী) ও বীরশ্রেষ্ঠ মো. হামিদুর রহমানের (চতুর্থ শ্রেণী) নামে দুটি কক্ষের নামকরণ রয়েছে। পুরাতন ভবনের ভূমিদাতা বাজিদ আলীর নামে তৃতীয় শ্রেণী, আবদুর রহিম (বচন হাজি) উপকরণ কক্ষ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নামকরণ হয়েছে মরমী সাধক হাছন রাজার নামে।

মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান বলেন, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস্ বাহিনীপ্রধান বচন হাজির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে একমাত্র প্রবাসী বাউল কমরউদ্দিনসহ ৩৪ জনকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করেছে। এরকম একজনের নামে স্কুল কক্ষের নামকরণ ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। যারা এ কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাই।

মুক্তিযোদ্ধা ও গল্পকার আবদুল মালিক ফারুক বলেন, 'রাজাকারের নামে বিদ্যালয় কক্ষের নামকরণ হওয়ায় আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে লজ্জাবোধ করছি।' স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাফছা বেগম বলেন, ২০০৯ সালে শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউদ্দিন আহাম্মদ যোগদানের পর শ্রেণী কক্ষ নামকরণের মাধ্যমে শিশুদের চিন্তার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য বলেন। তখন বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে আবদুর রহিম বচন হাজির নামকরণ হয়। তিনি যে রাজাকার এ বিষয়টি তখন জানা ছিল না।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মাসুদ মিয়া বলেন, বিষয়টি জানা ছিল না। এখন নাম মুছে আলোকিত মনীষিদের নামে কক্ষের নামকরণকরা হবে। তিনি আরও জানান, নামকরণের জড়িতদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।